21

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৬ ...

এসএসসির ফল প্রকাশে ঢাকা বোর্ডের দায়িত্বহীনতা

নবম ও একাদশ স্থান পাওয়া দু'জন আসলে প্রথম হয়েছে

রুহুল গনি জ্যোতি ঃ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং–এ ভুল থাকায় ঢাকা বোর্ডের এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। সাধারণ বিজ্ঞান গ্রুপের মেধা তালিকায় আরও দু'জন প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এ নিয়ে চারজন যৌথভাবে প্রথম হল। এ ছাড়া আরো ৫৫ হাজারেরও বেশী পরীক্ষার্থী বোর্ড কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার শিকার হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন পদস্থ কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে, কম্পিউটারে ভুল প্রোগ্রাম দেয়ার ফলেই মূলত এই বিপত্তি ঘটেছে। এ ছাড়াও পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে সেট নম্বর উল্লেখে ভুল করা ও ছক পূরণে ত্রুটির জন্য এই জটিল সমস্যার উদ্ভব।

ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্য এ বছর দু'জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল প্রকাশ করা হবে।

হতভাগ্য এই দু'জন হল ফেরদৌসী হোসেন পলি, রোল ১১২৮৭৩ মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং ফয়সাল ইবনে রেজওয়ান রোল ১১২৩৪০, গবঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ঢাকা। বোর্ডের সংশোধিত ফলাফল অনুযায়ী তারা আরও দু'জনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম হয়েছেন।

ইতিপূর্বে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী ফেরদৌসী সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম এবং ফয়সাল ১১তম হয়েছিলেন। ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের অবজেকটিভ অংশের উত্তরপত্র পুনঃ যাচাই করে পলির অতিরিক্ত ৯ নম্বর বৃদ্ধি পায়। ফলে তার আগে প্রাপ্ত ৮৮৯ নম্বর বেড়ে দাঁড়ায় ৮৯৮ এ। একই ঘটনা ঘটেছে ফয়সালের ক্ষেত্রেও। একই বিষয়ের উত্তরপত্র পুনঃ যাচাইয়ে তার মোট ১১ নম্বর বৃদ্ধি পায়। তার প্রাপ্ত ৮৮৭ নম্বরের সাথে তা যুক্ত হয়ে দাঁড়ায় ৮৯৮। তারা দু'জনেই এর আগে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের অবজেকটিভ অংশে ৩৮ করে পেয়েছিলেন। অথচ একই বিষয়ের রচনামূলক অংশে তারা অবজেকটিভ অংশের চেয়ে ৪/৫ নম্বর করে বেশী পান। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে, খাতা পুনঃ যাচাইয়ের জন্য তাদের

(৮–এর পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

নবম ও একাদশ স্থান পাওয়া দু'জন আসলে প্রথম হয়েছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বোর্ডে আবেদন করা হয়েছিল।

বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই সংশোধনীর ফলে ৫৫ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে। এসব ছাত্রছাত্রীর কারও কারও মোট নম্বরের সাথে গড়ে ১০/১২ নম্বর করে যোগ হবে। ফলে পাসের হার যেমন বাড়বে তেমনি অনেকেরই বিভাগ উন্নয়ন ঘটবে। প্রথম দিকে পুনঃ যাচাইয়ের জন্য আবেদনপত্রের উপর ভিত্তি করে কাজ শুরু হলেও পরে সকল পরীক্ষার্থীর ফলাফলই পুনঃ যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রধানত ঃ ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্রে এই ভুল সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ফলাফল সংশোধনের ফলে সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় আরও অতিরিক্ত ২৮ জন যুক্ত হয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৬ জন। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগেরও সম্মিলিত মেধা তালিকায় আরও ১০ জন বেড়েছে। ফলে এই বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫–এ।

এদিকে প্রাপ্য নম্বরের চেয়ে কম পাওয়ার অভিযোগকারী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা সংশোধিত ফল জানবার আশায় প্রতিদিনই বোর্ড অফিসে ধরনা দিচ্ছেন। গতকাল শনিবারেও বোর্ড অফিস প্রাঙ্গণে এদের ভিড় দেখা যায়। এ সব ছাত্রছাত্রী এই প্রদিতবেদকের কাছে অভিযোগ করেন যে প্রাপ্য নম্বরের চেয়ে ১০/১২ নম্বর কম পাওয়ায় তারা ভাল কলেজগুলিতে ভর্তি হতে পারছেন না। তারা বলেন, একদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ করতে যেমন বেশী সময় নিচ্ছে তেমনি আবার দেশের ভাল কলেজগুলিতে ভর্তির মেয়াদও দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

একজন অভিভাবক অভিযোগ করেন পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল করতে না পেরে তার ছেলে বর্তমানে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। অথচ তাকে প্রাপ্য নম্বর থেকে বঞ্চিত করায় এই সমস্যা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভুক্তভোগী একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই ধরনের দায়িত্বহীনতাকে কখনও ক্ষমা করা যায় না। তিনি বলেন, পরীক্ষার ফলকে এরা মুদি দোকানের ফর্দ মনে করে কাজ করে থাকেন। গত বছরও ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলে ব্যাপক রদবদল করতে হয়। এমনকি শিক্ষামন্ত্রী এবং বোর্ডের একজন কর্মকর্তার ছেলে মেয়ের নামও সম্মিলিত মেধা তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। পরে তা সংযোজন করতে হয়। তখন বোর্ড কর্তৃপক্ষ অজুহাত দাঁড় করিয়েছিলেন যে, বুয়েটের কম্পিউটার সেন্টারে কাজ করার জন্য এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ বছর বোর্ডের নিজস্ব কম্পিউটার সেন্টার স্থাপন করার পরও এই সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। বরং বিপর্যয় আরও বেড়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই ধরনের দায়িত্ব হীনতা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যেও মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

বোর্ডের উদাসীনতায় ফয়সাল ক্ষুব্ধ

গবঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের বরাবরের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র ফয়সাল ইবনে রেজওয়ান সম্মিলিত মেধা তালিকায় তার এগারতম স্থান অধিকার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তার বাবা–মা এবং স্কুলের শিক্ষকরাও বিস্মিত হয়েছিলেন রেজাল্ট শুনে। অবশেষে তারা বোর্ডে খাতা পুনঃ যাচাইয়ের আবেদন করেন। তবে পুনঃ যাচাইয়ের ফলে মেধাতালিকায় তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হবে কিনা তা নিয়ে খুব সন্দেহ ছিল ফয়সালের।

শনিবার বিকালে এই প্রতিবেদকের মুখে মেধা তালিকায় প্রথম হওয়ার খবর শুনে সে বিশ্বাসই করতে চায়নি। সে এবং তার মা; বার বার জিজ্ঞেস করতে থাকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আসলেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা। ফয়সালের ধারণা, ভালভাবে খাতা দেখা হলে সে আরও বেশী নম্বর পেত। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সে জানায়, পরীক্ষার রেজাল্টের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যারা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় তাদের বিচার হওয়া উচিত। সে এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানায়।

ফয়সাল প্রায় সব বিষয়েই স্কুলের শিক্ষকদের কাছে ব্যাচে প্রাইভেট পড়েছে। তবে নিজের চেষ্টাকে সে সব সময়ে বেশী প্রাধান্য দিত। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে এম এ এবং টিএন্ডটির কর্মকর্তা বাবা মোহাম্মদ রেজওয়ান আলী তাকে নিয়মিত পড়াতেন। বাবার কারণেই পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়টি তার প্রিয় হয়ে ওঠে। তাই সে ভবিষ্যতে পদার্থ বিজ্ঞানী হতে চায়।

ফয়সালের মতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পড়াশুনা করাই ভাল রেজাল্টের জন্য সবচেয়ে জরুরী। সে প্রতিদিন গড়ে ৪/৫ ঘন্টা পড়াশুনা করত। তবে পড়ার চেয়ে খেলাধুলাটাই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়।

এ ধরনের ভুল যেন আর না হয় ঃ পলি

ফেরদৌসী হোসেন পলি এ বছর এসএসসি পরীক্ষার সংশোধিত ফল অনুযায়ী সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় যৌথভাবে প্রথম হয়েছে। আগে সে নবম হয়েছিল।

পলি জানায়, প্রথম হব এতটা আশা করিনি। তবে নবম হওয়াতে দুঃখ পেয়েছিলাম। বিশেষ করে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের অবজেকটিভ অংশে ৪৯টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়ার পরও ৩৮ নম্বর পাওয়ায় তার বেশী খারাপ লেগেছিল। পূর্ববর্তী রেজাল্ট ছিল অপ্রত্যাশিত।

পলি অভিযোগ করে, পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে এই ধরণের হয়রানি সে কখনো আশা করেনি। ভবিষ্যতে যেন এই ধরণের ভুল আর না হয় সেই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পলি বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবী জানান। পলির বাবা মারও এটাই দাবী।

পলি প্রতিদিন ৯/১০ ঘন্টা পড়াশুনা করত। তার কোন প্রাইভেট টিউটর ছিল না। সে অবসর সময়ে বিভিন্ন গল্পের বই পড়ে। শরৎ চন্দ্রের উপন্যাস তার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে। বহুল বিতর্কিত প্রশ্নব্যাংক সম্পর্কে পলির মন্তব্যঃ এর মাধ্যমে সঠিক মেধা যাচাই হয় না। সে ভিকারুননিসা নুন কলেজে ভর্তি হয়েছে।

পলির বাবা মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মা হাসিনা বেগম সোনালী ব্যাংকের অফিসার। পলি তার ভাল রেজাল্টের জন্য বাবা–মা ও স্কুল শিক্ষকদের কাছে ঋণী। সে জানালো শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং বাবা–মার সহযোগিতায়ই সে এতটা ভাল রেজাল্ট করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হতে চায়।